প্রথম আলো

তারিখ: 17 ... পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

আদালত থেকে গতকাল কারাগারে নেওয়া হচ্ছে সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জি এম লতিফ খান (বাঁয়ে) ও সেকশন অফিসার মো. নাসিরউদ্দিনকে ● ছবি : প্রথম আলো

সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ দুজনের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

ফলাফল জালিয়াতি

এলএলবি পরীক্ষার ফলাফল জালিয়াতির ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জি এম লতিফ খান ও সাবেক সেকশন কর্মকর্তা মো. নাসিরউদ্দিনকে ১৫ বছর করে কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অর্থ আদায় না হলে তাঁদের আরও ছয় মাস করে কারাভোগ করতে হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আতাউর রহমান গতকাল মঙ্গলবার এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পরই দুই আসামিকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত এলএলবি চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৩৪৫২, ৩৪৫৩, ৩৭০২, ৩৭৬৭ ও ৩৮৯১ রোল নম্বরধারী পাঁচ পরীক্ষার্থীকে জালিয়াতির মাধ্যমে উত্তীর্ণ দেখানোর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। টেব্যুলেশনশিট অনুযায়ী এই পাঁচ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দুজনের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু তাঁদের উত্তীর্ণ দেখিয়ে ভুয়া ও অলীক নম্বর ফর্দ ও সাময়িক সনদ দেন আসামিরা।

আদালত সূত্র জানায়, আটজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জি এম লতিফ খান ও সাবেক সেকশন কর্মকর্তা মো. নাসিরউদ্দিনকে দণ্ডবিধির ৪৬৬ ও ৪৭৭(ক) এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। প্রতিটি ধারায় তাঁদের পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত। আদেশে বলা হয়, তিনটি ধারার সাজা একই সঙ্গে শুরু হবে। তাই সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সাজা ভোগ করবেন আসামিরা।

দুদকের কৌসুলি মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী বলেন, এলএলবির পাঁচ ছাত্রকে ভুয়া সনদ দেওয়া-সংক্রান্ত মামলায় দুই আসামির কারাদণ্ড হয়েছে। তিনি জানান, এলএলবির জাল সনদ সরবরাহসহ ডিগ্রি (পাস) ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ফলাফল জালিয়াতির আরও তিনটি মামলার শুনানি প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।

আদালত সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি, ডিগ্রি (পাস) ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাপক জালিয়াতি হয়। লতিফ খান, নাসিরউদ্দিন ও সাবেক উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হাবিবুর রহমান এসব জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

ড. আবু সালেহর নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি এলএলবির ১১১ জনসহ প্রায় আড়াই হাজার পরীক্ষার্থীর ফল জালিয়াতির ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে। এর মধ্যে হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ফয়সল মাহমুদ ফয়েজির এলএলবির রোল নম্বরও আছে।

গতকাল এলএলবির পাঁচ ছাত্রের ফলাফল জালিয়াতি-সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। আরও তিনটি মামলা একই আদালতে বিচারাধীন আছে। আরেকটি মামলার তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিচারাধীন ও তদন্তাধীন মামলাগুলোতে দণ্ডিত দুজন ছাড়াও সাবেক উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হাবিবুর রহমান আসামি।

দুদকের পরিচালক মেজর ফয়সল পাশা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল জালিয়াতি দেশে আলোচিত ঘটনা ছিল। এ ব্যাপারে দুদক পাঁচটি পৃথক মামলা করেছে, যার মধ্যে একটি মামলায় আমরা আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। বাকি মামলার অভিযোগও আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হব।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল জালিয়াতির বিষয়টি ১৯৯৫ সালে জানাজানি হয়। ১৯৯৭ সালের ৩০ নভেম্বর ফলাফল জালিয়াতির ঘটনায় প্রথম মামলা হয় হাটহাজারী থানায়। পাঁচ ছাত্রকে এলএলবির ভুয়া সনদ দেওয়ার মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে ২০০১ সালের ৩০ জুলাই অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অভিযোগ গঠিত হয় ২০০২ সালের ২৫ নভেম্বর। মামলায় আটজন সাক্ষ্য দেন। গতকাল আসামিদের উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেন।